Bangladesh Civil Society for Migrants

পলিসি ব্রিফ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪
রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসীদের অধিকার

মূল দাবিসমূহ

- বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে, স্থানীয় উন্নয়নে, অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায়, দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সুরক্ষাসহ রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৪-২০৩৩ সালকে অভিবাসন দশক ঘোষণার অঙ্গীকার করা। দশক বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সকল অভিবাসী এবং তাদের পরিবারে অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটের ন্যূনতম ১ শতাংশ এই খাতে বরাদ্দ করা অথবা প্রতি বছরে অভিবাসীরা যে পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে পাঠান তার ৫% সমমানের বরাদ্দ মন্ত্রণালয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা খরচের বাইরে কর্মী ও তার পরিবারের অধিকার রক্ষা এবং সেবায় ব্যয় করা।
- বিদেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিক এবং দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোট প্রদান করার সুযোগ নিশ্চিত করা।

নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসী কর্মীর অধিকার সম্পর্কিত পলিসি সভায় অংশগ্রহণকারী
পার্লামেন্টারিয়ান্স্ ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং বিসিএসএম এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে অভিবাসন নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের মোর্চা বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসীদের অধিকার এবং কল্যাণের বিষয়টি অর্থবহভাবে সন্নিবেশ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। বিসিএসএম- এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গত কয়েকটি নির্বাচনের ইশতেহারে রাজনৈতিক দলগুলো অভিবাসীদের বিষয়টি উল্লেখ করলেও নির্দিষ্ট বাজেট অথবা কর্মপরিকল্পনা না থাকায় নির্বাচনে জিতে আসার পর রাজনৈতিক দলের মোর্চা পরবর্তীতে অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের কার্যত কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এ কারণে বিসিএসএম সদস্য সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে এবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিবাসীদের অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে বিভিন্ন দলের কাছে জোর দাবি তুলছে একটি অভিবাসন দশক ঘোষণা করার এবং এই দশকে অভিবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাজেটের বরাদ্দ বিষয়ে অঙ্গীকার করা।

এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিসিএসএম এবং বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ানস ককাস অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যৌথভাবে সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনের এল ডি হলে একটি পলিসি সভা আয়োজন করে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিলো আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে অভিবাসী কর্মীর অধিকার এবং কল্যাণের বিষয়টি অর্থবহভাবে অর্ন্তভূক্ত করা। উক্ত পলিসি সভায় ককাস অন মাইগ্রেশন-এর ১২ জন সংসদ সদস্য এবং বিসিএসএম এর ১৬টি প্রতিষ্ঠানের ১৯ জন সদস্যের উপস্থিতিতে ড.তাসনিম সিদ্দিকী, চেয়ারপারসন, বিসিএসএম এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু, বিসিএসএম এর পক্ষ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। অভিবাসীদের অধিকার অন্তর্ভুক্তির দাবিগুলো দুই ভাগে উপস্থাপন করা হয়। প্রথমে মূল দাবি এবং পর্যায়ক্রমে অভিবাসীদের অধিকার, নারী অভিবাসীর অধিকার, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, কল্যাণ, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, রেমিটেন্স আহরণ ও বিনিয়োগ এবং জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি এই ৭টি ভাগে ভাগ করে ক্ষেত্র বিশেষের দাবিগুলো উপস্থাপন করা হয়।

অভিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত দাবি

১) জাতিসংঘের অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত ১৯৯০ এর কনভেনশনে বর্ণিত শ্রমিকের অধিকারগুলো দেশের ভেতরে বাস্তবায়ন করা, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরা তুলে ধরা এবং অনুসমর্থনে উদ্বুদ্ধ করা।

২) আইএলও কর্তৃক গৃহকর্মী কনভেনশন, ২০১১ (নং ১৮৯) সহিংসতা এবং হয়রানি কনভেনশন, ২০১৯ (নং ১৯০) অনুসমর্থন করা, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন, সুশীল সমাজের সাথে একত্রে আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করার জন্য বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামে যুক্তিনির্ভর আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো।

৩) আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত হবার ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার আদায় করা।

৪) অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের "সামাজিক সুরক্ষা" এর আওতায় নিয়ে আসা।

৫) বিদেশে শ্রম অভিবাসীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে দূতাবাসগুলোতে লিগ্যাল সাপোর্ট সেল, পর্যাপ্ত দোভাষী ও ঐ দেশের ল' ফার্মগুলোতে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা।

৬) বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী এবং ডায়াসপোরা প্রতি জেনোফোবিয়া বন্ধের জন্য বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে জোরালো ভূমিকা রাখা।

৭) অভিবাসী কর্মীদের মজুরী চুরির কেসগুলো সংগ্রহ করে ওই দেশের সরকারের সহযোগিতায় চাকরীদাতাদের, অভিবাসীর প্রাপ্য মজুরী আদায় ও পেনশন ইত্যাদি প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করা।

নারী অভিবাসীর অধিকার সংক্রান্ত দাবি

১) নারী অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও আধুনিক দাসত্ব বন্ধ করা।

২) নির্যাতিত ও কর্মচ্যুত নারী অভিবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সেই দেশে নারী অভিবাসীর সংখ্যানুপাতে সেইফ হোমের সৃষ্টি ও সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা।

৩) যৌন নির্যাতনের কারণে জন্ম নেওয়া শিশুর মাতৃ ও বাইলোজিক্যাল পিতৃ পরিচয় জানবার অধিকার নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে তার ভরণপোষণের দাবি করা। স্কুল কলেজ ও চাকরির ক্ষেত্রে শুধু মাতৃ পরিচয়কেই গ্রহণ করা।

৪) নারী শ্রমিকের বিদেশে যাবার পূর্বে তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসেবে প্রদান নিশ্চিত করা।

৫) যদি কোনো নারী শ্রমিক নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয় তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান এবং আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দাবি

১) ন্যায়সঙ্গত এবং নৈতিক নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণকে সিন্ডিকেট মুক্ত রাখা।

২) উৎস এবং অভিবাসনের দেশে ভিসা কেনা বেচার বিরুদ্ধে যৌথ কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

৩) ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত ভিসা রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াকরণের নিয়মটি বন্ধ করে বিভিন্ন ডেমো অফিসগুলোকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে মূল ম্যান্ডেট হতে হবে বিদেশ হতে ভালো মানের কোম্পানির ভিসা সংগ্রহ করা।

৪) সাব-এজেন্টদের অ-আনুষ্ঠানিক সেবাগুলোকে আনুষ্ঠানিক কাজের অংশে পরিনত করা এবং সেই সেবাগুলো প্রদানে সাব-এজেন্টদের ভুমিকা বৈধতা দেয়া। তাদের আইডেনটিটি কার্ড প্রদান করা এবং নিয়োগকারী হিসেবে রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি সাব-এজেন্ট ব্যবহৃত হলে তার আইডি নম্বর উল্লেখ করা।

৫) প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্যাডার সার্ভিস (Cadre service) চালু করা। তাদের নিয়োগ ডেমো অফিস হতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসা।

৬) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইন এজেন্সি বিএমইটিকে দ্রুত একটি অধিদপ্তরে পরিণত করা।

৭) অভিবাসীদের সময় এবং ভোগান্তি কমাতে জেলা পর্যায়ে ডেমো অফিস, টিটিসি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডরে অফিস একই জায়গায় নিয়ে আসা।

৮) বিএমইটি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর যৌথ পরিচালনায় অভিবাসী কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং বাৎসরিক হালনাগাদ করা।

অভিবাসীর কল্যাণ সংক্রান্ত দাবি

১) যে সব পেশায় বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা অভিবাসন ও শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না বলে তারা স্বাস্থ্য সেবার বাইরে রয়েছে (যেমন- গৃহকর্মী, ক্লিনার ইত্যাদি) তাদের জন্য বিদেশ যাবার পূর্বে কম্প্রিহেন্সিভ স্বাস্থ্য বীমা (Comprehensive Health Insurance) প্রকল্প চালু করা।

২) নির্যাতিত, মানসিক ভারসাম্য হারানো অথবা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের শিকার নারীদেরসহ সকলের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বল্পকালীন সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা।

৩) আটকে থাকা, দুর্ঘটনার শিকার এবং মৃত ব্যক্তিদের লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করা।

৪) বিদেশ থেকে প্রদত্ত সার্টিফিকেটে স্বাভাবিক মৃত্যু বলা হলেও যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে দেশে আসার পরে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা। মর্যাদার সাথে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য এয়ারপোর্টে নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা এবং সাময়িক সংরক্ষণের জন্য এয়ারপোর্টে হিমাগার তৈরি করা।

৫) বিদেশে যাবার পূর্বেই অভিবাসীর নিকট হতে নমিনির মনোনয়ন নেওয়া। বিদেশে কেউ মারা গেলে সেই নমিনিকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি সংক্রান্ত দাবি

১) দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দক্ষতা নীতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এতে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী একটি ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বিষয়ে নীতি, কর্মপরিকল্পনা এবং সে জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে অন্তত তিনটি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।

৩) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলো রয়েছে সেগুলোর সকল পদে প্রশিক্ষক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগ নিশ্চিত করা। টিটিসি-গুলোতে ১০% প্রশিক্ষকের পদ ফিরে আসা অভিজ্ঞ অভিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

৪) লোকবল ও অর্থের অভাবে যে সব টিটিসি-গুলো পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো জিও/এনজিও পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫) প্রতি বছর টিটিসি ট্রেনিং প্রাপ্তদের কত শতাংশ বিদেশে চাকরি গ্রহণ করতে পারছে তার মূল্যায়ন করে বর্তমান ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণের যুগোপযোগী উন্নত করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রম গ্রহণকারী দেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করা ।

রেমিটেন্স আহরণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত দাবি

১) বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যয় এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৩% এ কমিয়ে আনা।

২) ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত কম খরচে রেমিটেন্স প্রেরণের আন্তর্জাতিক যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বাংলাদেশে প্রয়োগের অসুবিধাগুলো অনুসন্ধান এবং সেগুলো দূর করে তা চালু করা। গ্রাহকের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য ভোক্তা প্রতিরক্ষা আইন প্রণয়ন করা।

৩) হুন্ডি কমাতে কর নীতিতে পরিবর্তন এনে আন্ডার ইনভয়েসিং (under invoicing) এর সুযোগ সীমিত করা।

৪) যতদিন পর্যন্ত ভিসা ট্রেডিং বন্ধ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে ব্যয় বহনের জন্য গতবছরে যে পরিমাণ কর্মের ভিসা আনতে পেরেছে সে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ পথে বিদেশে প্রেরণের ভিত্তিতে অনুমতি প্রদান করা।

৫) সাম্প্রতিক অর্থ অব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতি যে অনাস্থা তৈরি হয়েছে তা দ্রুত নিরসনের ব্যবস্থা নেয়া।

৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিটেন্স ডাটা লিঙ্গ এবং পেশার ভিত্তিতে আলাদা করার পদক্ষেপ নেয়া।

৭) ফেরত আসা অভিবাসী এবং অভিবাসী পরিবারের কর্ম বয়সী সদস্যদের রেমিটেন্সের অর্থে বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমন্বিত (Financial Literacy, Enterprise development, Apprenticeship ঋণ সুবিধা ইত্যাদিসহ) প্রকল্প গ্রহণ করা।

৮) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ফেরত আসা অভিবাসীদের অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রিকরণ এবং রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের রেমিটেন্সের উৎপাদনমুখী ব্যবহারে উৎসাহী করতে ঋণ প্রকল্প পরিচালনা করা। কৃষি ঋণ, আইটি ঋণ যেভাবে সরকার সকল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে সেভাবে অভিবাসীদের ঋণ প্রকল্পের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা।

৯) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর পরিচালনা পরিষদ রিস্ট্রাকচার করা এবং অভিবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিটেন্সের অনুপাতে সেকেন্ডারি শেয়ার হোল্ডারের আওতায় আনা।

১০) পরিমানে ক্ষুদ্র অথচ নিয়মিত যারা আনুষ্ঠানিক পথে রেমিটেন্স পাঠান তাদের পরিবারের বয়স্কদের জন্য বিনিয়োগ প্রোডাক্ট সৃষ্টি করা।

১১) ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বন্ড, ডলার বন্ড, প্রিমিয়াম বন্ড ইত্যাদি বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ যাতে যে কোন শহরে থেকে, ব্যাংকের যে কোন শাখায় খোলা যায় তার ব্যবস্থা করা।

জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত দাবি

১) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজনের একটি পথ হিসেবে তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা। যে সব ক্ষেত্রে অভিযোজন সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তাদের লস এন্ড ড্যামেজ কার্যক্রমের অধীনে নিয়ে আসা।

২) জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার রক্ষায় এবং উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১ এবং কর্মপরিকল্পনা ২০২২-৪২ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত বাজেট সরবরাহ করা। এছাড়া ন্যাশনাল এডাপটেশন প্লান ২০২৩ (National Adaptation Plan 2023)-এ জলবায়ুর কারনে বাস্তুচ্যুতদের বিষয়টি সংযুক্ত করা।

৩) বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ ৬টি জোনে অভিবাসন ঋণ, ট্রেনিং ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া।

৪) জলবায়ু পরিবর্তনের কারইে বাস্তুচ্যুতদের অভ্যন্তরীণ পূনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (Green Climate Fund), বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Trust Fund) ইত্যাদি ব্যবহার করা।

অভিবাসী কর্মীর অধিকার নিশ্চিতকরণে সংসদ সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া/ অভিব্যক্তি

অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতিহারে আমি বিশেষভাবে নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়টাকে নজর দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ করছি। আমি বলতে চাই, আমাদের মাঝে যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সংকট সমাধান করা খুব কঠিন হবে। আমাদের ম্যানিফেস্টোর যে কমিটি হবে সে কমিটির সাথে থেকে কথা বলতে হবে যাতে আজকের আলোচনাটা কমিটির প্রধান বরাবর পৌঁছানো যায়। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো যারা দেশ পরিচালনা করছে এবং পরিচালনা করতে চায় তাদের সকলের সাথেই এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা দরকার। আমরা যে কয়টা রাজনৈতিক দল এখানে আছি সবাই যেন এই বিষয়গুলো নিয়ে এক সুরে কথা বলতে পারি সে জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রানা মোহাম্মাদ সোহেল, সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টি

আমাদের অভিবাসীদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ফান্ড থাকলে এবং সেখানে নির্দিষ্ট খাতগুলো আলাদা করা থাকলে (যেমন প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের বাজেট, ময়নাতদন্তের বাজেট, রেমিটেন্সের প্রণোদনার বাজেট) কোন খাতে কত খরচ হবে সে অনুযায়ী বাজেটের অংশ হিসেবে থাকা উচিত। যে টাকা আসবে সেটাও নির্দিষ্ট করে থাকা উচিত। আমরা বলেছি প্রণোদনা ৩% দিতে হবে সেটার খরচ, বাজেটের মধ্যে সেই টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা আমরা সুনির্দিষ্ট করে বলে দেবো।

আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আমার মনে হয় এটা সব থেকে বেশী প্রয়োজন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে রিস্ট্রাকচার করা। অভিবাসীদের নিয়ে আমরা এত উদ্বিগ্ন, এত কাজ করছি, এত কিছু করার পরেও এখানে বিশাল একটা সমস্যা থেকেই গেছে। একটা বড় সমস্যা হলো সিন্ডিকেট, যার থেকে আমরা বের হতেই পারছি না। সেজন্যে আমার মনে হয় পুরো সিস্টেমটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা এবং সেখান থেকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে এমন একটা ব্যাংক করা প্রয়োজন যেখানে প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব থাকবে।

আমরা বলতে পারি যে, নির্বাচনী ইশতেহারে যদি আমরা

পঙ্কজ দেবনাথ, সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে পরবর্তীতে সরকারের কাজের গতিশীলতার জন্য সিভিল সোসাইটি একটি প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারবে। তারা বলতে পারবে, নির্বাচনের আগে ম্যানিফেস্টোতে অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে এই দাবিগুলো ছিল। সেটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে ক্ষমতাসীন দলকে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে।

অভিবাসন নিয়ে সামগ্রিকভাবে কাজ করার জন্য একটি

ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু এবং চেয়ার, বিসিএসএম

'অভিবাসন দশক' প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে মূলত আমরা চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে, স্থানীয় উন্নয়ন, অভিবাসীর অধিকার, দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সুরক্ষাসহ রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৪-২০৩৩ সালকে অভিবাসন দশক ঘোষণা করা এবং তাদের পক্ষ থেকে ইস্তেহারে একটা অঙ্গীকার করা যে, এই দশক বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সৈয়দ সাইফুল হক, চেয়ারম্যান, ওয়্যারবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং কো-চেয়ার, বিসিএসএম

শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে আমরা চাই শূন্য অভিবাসন ব্যয়। আমাদের দেশের শ্রমিকের বিদেশ যেতে কোন খরচ হবে না। অথচ দেশ ভেদে শ্রমিকদের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার পর্যন্ত টাকা খরচ করতে হয়। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খরচের হিসেবে সৌদিআরব যেতে খরচ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েও তারা সৌদিআরব যেতে পারছে না। মালয়েশিয়া যেতে খরচ হয় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা। শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় শূন্যের কোঠায় আনার জন্য জোর দাবি জানাই।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টি

আমাদের অভিবাসীদের জন্য যে ফান্ড আছে আমাদের এখন সেটাকে ব্লক করে ফেলতে হবে। আমাদের যদি একটি দল আগেই প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা ১ শতাংশ অভিবাসীদের জন্য খরচ করবো তাহলে সেই ফান্ড অন্যকোন খাতে ব্যবহার হবে না, এটা ব্লক হয়ে থাকবে। এখন যেটি প্রয়োজন সেটা হলো সক্ষমতা বাড়ানো। আরেকটি বিষয়ে আমাদের কাজ করা দরকার সেটা হলো স্কিলস কনসোর্টিয়াম করা অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যারা দক্ষতা দিচ্ছে যেমন যারা ভাষা শিখাতে পারে, এমন ভাষা ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটিগুলো সবাই মিলে একটা কনসোর্টিয়াম করে অভিবাসীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। যারা বিদেশে আছে, যারা যাচ্ছে, যারা যাবে আর যারা ফেরত আসছে, এই বিশাল একটা গোষ্ঠীকে একটা কনসোর্টিয়াম এর ভিতর এনে সেবা দেয়া যেতে পারে। তাহলে সরকার প্রতিবছর দক্ষ শ্রমিক যেমন, পাঁচ হাজার নার্স, ১০ হাজার ড্রাইভার, বিশ হাজার কেয়ার গিভার পাঠাতে সক্ষম হবে। আমি মনে করি এই যে উদ্যোগটি আমরা নিয়েছি তা অবশ্যই ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে যাবে কেননা পলিটিক্যাল পার্টি দেশের জন্য, এমপি মন্ত্রী সবাই দেশের জন্য।

স্বীকৃতি

এই পলিসি ব্রিফটি লিখেছেন ড: তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু, সহায়তা করেছেন মেরিনা সুলতানা, পরিচালক (প্রোগ্রাম) এবং ডিজাইন করেছেন পারভেজ আলম, সিনিয়র অফিসার (আইটি এবং কমিউনিকেশন) ।

Bangladesh Civil Society for Migrants

রামরু'র অন্যান্য পলিসি ব্রিফ পেতে ভিজিট করুন রামরু ওয়েবসাইটে: www.rmmru.org

রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

সাত্তার ভবন (৫ম তলা), ১৭৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০২-৫৮৩১৬৫২৪, ফেইসবুক: www.facebook.com/rmmru

ই-মেইল: info@rmmru.org

কপিরাইট © RMMRU

মে ২০২৩